গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

“খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) প্রণয়ন

ক) প্রকল্পের বিবরণীঃ

১। প্রকল্পের নাম : “খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	খুলনা	ফুলতলা, দৌলতপুর, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা,
	বাগেরহাট	ফকিরহাট, বাগেরহাট সদর, রামপাল, মোংলা

খ) প্রকল্পের ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
মূল অনুমোদিত	:	১৭২১৩৯.৩৬	৫১৯০৮.২২	১২০২৩১.১৪
সর্বশেষ সংশোধিত ও অনুমোদিত	:	৩৮০১৬১.৩৮	১৪৩০২৬.৩৯	২৩৭১৩৪.৯৯

গ) বাস্তবায়নকালঃ

মূল অনুমোদিত	:	৩১/১২/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩
সর্বশেষ সংশোধিত ও অনুমোদিত	:	৩১/১২/২০১০ হতে ০৬/০৬/২০১৮
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধি	:	৩১/১২/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি	:	৩১/১২/২০১০ হতে ৩১/০২/২০২১

ঘ) প্রকল্পের পটভূমিঃ

দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চলকে ঢাকার সাথে সরাসরি সংযোগ করার জন্য পদ্মা নদীর উপর একটি বহুমুখী নতুন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন। এই সেতুতে ব্রডগেজ রেলওয়ে এর সুবিধা বিদ্যমান আছে। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জাতীয় যোগযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এতে প্রথম পর্যায়ে পদ্মা রেলওয়ে সংযোগ ভাঙ্গা পর্যন্ত হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথ বর্ধিত হবে।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অধিকাংশ রপ্তানি ও আমদানি কার্গো হ্যান্ডেল করছে। চট্টগ্রাম বন্দরের চাপ হালকা করার জন্য এবং দেশের সুষম উন্নয়নের স্বার্থে কন্টেইনার এবং বিশাল কার্গো পরিবহণের জন্য মংলা পোর্টকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত

করতে হবে। অধিকন্তু নির্মাণাধীন খুলনা-মংলা রেলপথের মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগযোগ স্থাপন হবে। এছাড়া প্রতিবেশী ভূমি পরিবেষ্টিত দেশসমূহ রেলপথের মাধ্যমে মংলা বন্দর ব্যবহার করে মালামাল পরিবহন করতে পারবে।

খুলনা-মংলা রেলপথ নির্মাণ তথা বর্তমান ফুলতলা স্টেশন হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬৪.০০ কি:শি; ব্রডগেজ রেলপথ বিদ্যমান রেলপথের সাথে সংযোগ, আঞ্চলিক সংযোগ এবং নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু লিংক রেলপথের সাথে সংযোগ স্থাপন করা জরুরী।

ঙ) **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত প্রায় ৬৪.৭৫ কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণ
- বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান নেটওয়ার্কের সাথে মোংলা পোর্টের সংযোগ স্থাপন এবং মোংলা পোর্টের সহিত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা
- মোংলা পোর্টে আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি
- দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখা
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করা এবং মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথে আরামদায়ক ভ্রমনের সুব্যবস্থা করা
- রেলওয়ের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা

চ) **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- ♦ খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কি:লি: মেইন লাইন এবং ২১.১১ কি:মি: লুপ লাইন নির্মাণ;
- ♦ প্ল্যাটফর্ম ও শেডসহ ৮টি স্টেশন;
- ♦ ৩১টি মেজর ও মাইনর ব্রিজ;
- ♦ ১১২ টি কালভার্ট;
- ♦ রূপসা নদীর উপর একটি ৫.১৩ কি:মি: দীর্ঘ রেলসেতু;
- ♦ ভায়াডাক্ট =২*(৬৮*৩২.৪৫) মি. =৪৪১৩.২ মি;
- ♦ মেইন ব্রিজ=৭*১০২.৪ মি. =৭১৬.৮ মি.।

ছ) **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়. বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

(১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

জ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ</u>

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা;

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
২)	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতাসহ টিম লিডার/ডেপুটি টিম লিডার/প্রকল্প পরিচালক হিসাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণ কাজে নূন্যতম ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ; এবং • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	সিগন্যাল/টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স/ টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং –এ নূন্যতম বি.এস.সি ডিগ্রী	• ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স/ টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • বাংলাদেশে রেলওয়ের সিগন্যাল/টেলিকমিউনিকেশন স্থাপন কাজে নূন্যতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং –এ ন্যূনতম বি.এস.সি. ডিগ্রি	• নির্মাণ/ স্থাপনা সংক্রান্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • বাংলাদেশ রেলওয়ের মেজর রেলওয়ে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকর্ম/ পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা/প্রকল্প বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; • বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

১২.০ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনেশন কর্মশালা ৭৫ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

১৩.০ **ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(মোঃ মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক